পাপীরা রাগান্বিত খোদার হাতে

‘Sinners in the hands of an angry God’

by Jonathan Edwards

।। খোদার সাহায্য ছাড়া কেউ এই বইটি পড়তে পারবে না ।।

(No one can read this booklet without the help of God)

পাপীরা রাগান্বিত খোদার হাতে

‘Sinners in the hands of an angry God’

“সময় হলেই শত্রুদের পা পিছলে যাবে”।

(দ্বিতীয়.৩২:৩৫)

এই আয়াতে মাবুদ দুষ্ট ও অবিশ্বাসী ইস্রায়েলীয়দের প্রতিশোধের ভয় প্রদর্শন করেন। তারা ছিল খোদার লোক। তারা খোদার আইন জানত এবং তাঁর প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে তারা পাপের জন্য কোরবানী দিত। তারা দেখেছে কিভাবে মাবুদ অলৌকিক ভাবে কাজ করেছেন। তথাপি এই সমস্ত কিছুর পরও ২৮ আয়াত বলে যে তাদের মধ্যে কোন আত্মীক বিচক্ষনতা ছিল না। তারা এমন একটি বাগানের মত ছিল যা মালির সমস্ত পরিশ্রমের পরেও কেবলমাত্র বিষাক্ত ফল উৎপাদন করত, যা পূর্ববর্তী দু'টি আয়াতে বর্ণিত আছে। আমার আলোচ্য অংশ হিসাবে যে কথাগুলো আমি পছন্দ করেছি । (“সময় হলেই শত্রুদের পা পিছলে যাবে”) তা দুষ্ট ইস্রায়েলীয়দের জন্য যে শাস্তি ও ধ্বংস বর্ণিত হয়েছে এই প্রসঙ্গে নিম্ন লিখিত চারটি বিষয় আরোপ করে।

প্রথম: তাদেরকে ধ্বংসের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা এমন একজন ব্যক্তির মত ছিল যে পিচ্ছিল জায়গার উপর দিয়ে হাঁটছে অথবা দাঁড়িয়ে আছে। যে সর্বদা পতিত হওয়ার বিপদের মধ্যে আছে। এই আলোচ্য অংশে পা পিছলে যাওয়ার যে চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে সেই একই চিত্র গীত.৭৩:১৮-তে ব্যবহার করা হয়েছে, “তুমি সত্যিই তাদের পিছলা জায়গায় রেখেছ আর ধ্বংসের মধ্যে ফেলেছ”।

দ্বিতীয়ত: এটা আরোপ করে যে তাদের ধ্বংস হঠাৎ করে যে কোন সময় আসতে পারে। যে লোক পিচ্ছিল জায়গার উপর দিয়ে হাঁটে সে সর্বদা পতিত হওয়ার বিপদের মধ্যে থাকে। সে বলতে পারে না পরবর্তী মুহূর্তে সে পড়ে যাবে না দাঁড়িয়ে থাকবে; যদি সে পড়ে যায় তবে কোন সতর্কবানী ছাড়া সে তখনই পতিত হয়। আবারও তা বর্ণনা করা হয়েছে গীত.৭৩:১৮,১৯-এ “ তুমি সত্যিই তাদের পিছলা জায়গায় রেখেছ আর ধ্বংসের মধ্যে ফেলেছ। কেমন হঠাৎ তারা ধ্বংস হয়ে যায় আর ভয় জাগানো বিপদের মধ্যে একে বারে শেষ হয়ে যায়”।

তৃতীয়ত: এটা গুরুত্ব আরোপ যে কারো ধাক্কা দেওয়া ছাড়াই তাদের মধ্যে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে। যে লোক পিছিল জায়গার উপর দিয়ে হাঁটে অথবা দাঁড়িয়ে থাকে তাকে ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তার নিজের ওজনই তার পতনের কারণ। চতুথত: এটা গুরুত্ব আরোপ করে যে তারা ইতোমধ্যেই পতিত হয়নি এর একমাত্র কারণ খোদার নির্ধারিত সময় এখনও আসেনি। আলোচ্য অংশটি বলে যে যখন সেই নির্ধারিত সময় আসবে তখন তাদের পা পিছলে যাবে। ঐ মুহূর্তে তাদেরকে পড়ে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। খোদা তখন তাদেরকে পিছিল জায়গায় আর ধরে রাখবেন না। তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিবেন এবং যে মুহূর্তে তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিবেন ঠিক তখনই তারা ধ্বংসের মধ্যে পতিত হবে। এই আলোচ্য অংশ থেকে যে মুল বিষয়টি আমি বের করতে চাই এবং আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাই তা হল একটি মাত্র জিনিস দুষ্টদেরকে এক মুহূর্তের জন্য দোযখের বাইরে রাখছে, তা হল এটা খোদাকে সন্তুষ্ট করছে তাদেরকে বাইরে রাখার জন্য। যখন আমি বলি এটা একমাত্র জিনিস আমি বলতে চাই যে মাবুদ স্বাধীন কর্তৃত্বের অধিকারী এবং তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। যখন আমি বলি এটা মাবুদকে সন্তুষ্ট করে তখন আমি বলতে চাই যে তাঁর উপর অন্য কোন নিয়ন্ত্রন নেই। ঐ লোকটিকে পড়ে যেতে দেওয়া তাঁর জন্য কোন কঠিন কাজ নয়। আমি আরও একটু ব্যাখ্যা করতে চাই।

১. যে কোন মুহূর্তে দুষ্টদের দোযখে নিক্ষেপ করতে মাবুদের ক্ষমতার অভাব নেই।

কেউ খোদাকে বাধা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তিনি দুষ্টদের দোযখে ফেলে দিতে কেবল সক্ষম নন, বরং এটা তাঁর জন্য খুব সহজ একটি কাজ। মাঝে মাঝে দুনিয়ার কোন শাসক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীকে দমন করতে চায় কিন্তু কাজটি তার কাছে কঠিন বলে মনে হয়। হয়ত বিদ্রোহকারী তার জন্য একটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মান করেছে অথবা তার অনেক অনুসারী আছে। কিন্তু খোদার ক্ষেত্রে তা এই রকম নয়। এমন কোন শক্তিশালী দুর্গ নেই যা মানুষকে তাঁর ক্ষমতা থেকে রক্ষা করতে পারে। যত বেশি শত্রুই তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হোক না কেন তারা তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। খুব বেশি হলে তারা ঘূর্নিঝড়ের সম্মুখে হালকা তুষের বিশাল স্তুপের মত, অথবা ধ্বংসকারী আগুনের সামনে খড়ের বিশাল স্তুপের মত। মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে চলা কোন কীটকে পা চাপা দেওয়া আমাদের জন্য খুব সহজ কাজ। একটি চিকন সুতা দিয়ে ভারী বস্তু ঝুলানো থাকলে সেটাকে কেটে দেয়া আমাদের জন্য কঠিন কিছু নয়। মাবুদের জন্যও তা তেমন সহজ যে কোন মুহূর্তে তাঁর ইচ্ছানুসারে শত্রুকে দোযখে ফেলে দেওয়া। যখন তিনি কথা বলেন তখন দুনিয়া পর্যন্ত কাঁপে; আমরা কি মনে করি যে আমরা তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারব?

২.দুষ্টরা দোযখে যাওয়ার যোগ্য।

খোদা হলেন ন্যায়-পরায়ন খোদা কিন্তু তাদেরকে দোযখে পাঠানোর ক্ষেত্রে ন্যায়-পরায়নতা তাঁকে বাধা দিবে না। পক্ষান্তরে ন্যায়-পরায়নতা চিৎকার করে বলে যে পাপকে অনন্তকালের জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত। ভূমি যা উৎপাদন কর সেই বিষয়ে খোদার ন্যায় বিচার বলে 'সাদুমের আংগুর গাছ' (আয়াত-৩২) "এই জন্য তুমি গাছটা কেটে ফেল। কেন এটা শুধু শুধু জমি নষ্ট করবে "? (লুক. ১৩:৭) যে কোন সময় আঘাত আনার জন্য খোদার তরবারি প্রস্তুত একমাত্র খোদার ইচ্ছা এটাকে বিলম্বীত করছে । এই মুহূর্তে তাদের পা কে পিছলে যাওয়া থেকে বিরত রাখছে খোদার করুণা, খোদার ন্যায় বিচার নয়।

৩.তারা ইতোমধ্যেই দোযখের শাস্তির অধীনে আছে

খোদার আইন হল অপরিবর্তনীয় ধার্মিকতার আইন এবং ইতিমধ্যেই এটা শাস্তি ঘোষনা করেছে। ঐ শাস্তি হল, " যে ঈমান আনে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে " (ইহোন্না.৩:১৮)। প্রতিটি অঈমানদার ব্যক্তি দোযখের যাত্রী। আমরা বলতে পারি এটা তার উপযুক্ত বাড়ী। ঈসা কিছু লোককে বলেছিলেন, "আপনারা নীচু থেকে এসেছেন" (ইহোন্না ৮:২৩) এবং সেই দিকেই তারা অগ্রসর হচ্ছে। ন্যায় বিচার দাবী করে যে পাপীদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং খোদার কালাম প্রতিজ্ঞা করে যে উপযুক্ত সময় অবশ্যই আসবে।

৪.মাবুদ ইতোমধ্যেই তাদের উপর রাগান্বিত যেমনটি তিনি হবেন যখন তারা দোযখে থাকবে।

যখন দুষ্টুরা দোযখে শাস্তি ভোগ করে তার কারণ মাবুদ তাদের উপর রাগান্বিত। এই মুহূর্তে কিছু লোক দোযখে পতিত হচ্ছে না এর কারণ এই নয় যে মাবুদ তাদের উপর রাগান্বিত নন। প্রকৃত পক্ষে এই মুহূর্তে যারা দুনিয়াতে আছে এবং জীবিত আছে তাদের কারো কারো উপর মাবুদ আরও বেশি রাগান্বিত (এবং এমনকি এই জামাতে যারা প্রচার শুনছেন তাদের কারো কারো উপর) তাদের কারো কারো চেয়ে যারা এই মুহূর্তে দোযখের আগুনে জ্বলছে। এটা এই জন্য নয় যে মাবুদ তাদের মন্দতার বিষয়ে উদাসীন; ইতোমধ্যেই তাঁর রাগ তাদের বিরুদ্ধে জ্বলছে। ইতোমধ্যেই সেই অতল গর্ত তৈরী করা হয়েছে, আগুন প্রস্তুত, অগ্নিকুন্ড উতপ্ত এবং তাদেরকে গ্রহণ করতে সক্ষম। আমরা যা কিছু কল্পনা করি না কেন মাবুদ 'আমাদের মত' নন।

৫.তাদের উপর ছোঁ মারার জন্য এই মুহূর্তে শয়তান প্রস্তুত।

যখনই মাবুদ অনুমতি দিবেন তখনই সে চিরকালের জন্য তাদেরকে তার নিজের করে নিতে প্রস্তুত। তারা তার অধীন, তাদের আত্মা তার দখলে এবং তারা তার রাজ্যের সদস্য।

কিতাব আমাদেরকে বলে যে, "এরা তার নিজের সম্পদ" (লুক.১১:২১)। শয়তানরা হল লোভী, ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় যারা তাদের শিকার দেখতে পায় কিন্তু এই মুহূর্তে নাগাল পাচ্ছে না। মাবুদ-ই তাদেরকে পিছু টেনে ধরে রাখেন। যদি তিনি তাঁর হাত সরিয়ে নেন তবে ঐ মুহূর্তে-ই তারা দুষ্টদের আত্মার উপর ছাপিয়ে পড়বে।

৬.ইতিমধ্যেই দোযখ দুষ্টদের মাঝে বাস করে।

ইতিমধ্যে-ই প্রতিটি জাগতিক মানুষের মাঝে দোযখের আগুনের বীজ আছে। তার অন্তরে এমন পাপ সমূহ আছে যদি মাবুদ এগুলোকে ধরে না রাখতেন এগুলো প্রকাশিত হত যেভাবে শাস্তি প্রাপ্তদের আত্মায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। কিতাবে দুষ্টদের আত্মাকে উত্তাল সাগরের সাথে তুলনা করা হয়েছে (ইশাইয়া .৫৭:২০)।

একই সময়ে তাদের মন্দতাকে নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য মাবুদ তাঁর মহা শক্তি ব্যবহার করেন; কিন্তু মাবুদ যদি তাঁর ক্ষমতাকে সরিয়ে নেন তবে তাদের মন্দতা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে ফেলবে। পাপ হল আত্মার দুঃখ ও ধ্বংস, মানুষের অন্তরের দুষন সীমা হীন। যদি খোদার সর্বশক্তিমান ক্ষমতা পাপকে দমন না করত এটা এক মুহূর্তে আত্মাকে আগুনের চুলায় পরিণত করত, গন্ধক ও আগুনের একটি কুন্ডলী।

৭.এমনকি মানুষ যখন নিজেকে নিরাপদ মনে করে তখনও সে বিপদের মধ্যে থাকে।

যদিও একজন মানুষকে সুস্থ্য স্বাস্থ্যের অধিকারী মনে হয়, যার কাছাকাছি কোন বিপদ নেই তথাপি পরবর্তী মুহূর্তে সে অনন্তকালে প্রবশে করতে পারে। সে হয়ত অত্যাসন্ন কোন বিপদ আসতে নাও দেখতে পারে এবং তথাপি এটা সেখানে থাকতে পারে। আমরা সবাই ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে এই রকম হয়ে থাকে। এমন অনেক কিছু আছে যে বিষয়ে আমরা কখনো চিন্তা করিনি তা এই দুনিয়া থেকে মানুষের জীবনকে ছিনিয়ে নিতে পারে। অঈমানদারগণ দোযখের অতল গর্তের উপর একটি পঁচা তক্তার উপর দিয়ে হাঁটছে এবং সেই তক্তার অনেক জায়গা এত দুর্বল যে যা তাদের ওজন বহন করতে সক্ষম নয়। যদি মাবুদ যে কোন মুর্হতে কোন মানুষের জীবনের অবসান ঘটাতে চান তবে এই কাজ করার জন্য এত বেশি পন্থা আছে যে নিশ্চিত ভাবে মাবুদের এর জন্য কোন অলৌকিক কাজের প্রয়োজন নেই এবং স্মরন রাখবেন যে, সমস্ত কিছু মাবুদের নিয়ন্ত্রনের মধ্যে আছে প্রতিটি রোগ, প্রতিটি পন্থা যা মৃত্যু ঘটাতে পারে তার আদেশ মাবুদ-ই দিয়ে থাকেন।

৮.মানুষের সমস্ত সাবধানতা ও যত্ন মানুষকে এক মুহূর্তের অতিরিক্ত জীবন দান করতে পারবে না।

আবারও আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করে যে এটা সত্য। একজন জ্ঞানী লোক একজন বোকা লোকের মতই সহজে মারা যায় শেষ পর্যন্ত কোন যত্ন বা সাবধানতা কোন প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা জানি যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের গড় আয়ু বোকা লোকদের গড় আয়ুর চেয়ে বেশি নয়। কিতাব এই কথা বলে যে, "বোকা যেমন মরে যায় জ্ঞানী লোকও তেমনি মরে যায়" (উপদেশক. ২:১৬)।

৯.একজন মানুষ দোযখকে এড়ানোর জন্য হয়ত খুব বেশি প্রত্যাশা করতে পারে কিন্তু সে তা এড়াতে পারবে না যদি সে মসীহকে প্রত্যাখ্যান করে-ই চলে।

যারা দোযখের কথা শোনে তারা প্রত্যেকেই মনে করে এই ভাবে অথবা অন্য ভাবে তারা দোযখকে এড়িয়ে যেতে পারবে। তারা মনে করে হয়ত তাদের নিজেদের ভাল কাজ তাদেরকে রক্ষা করবে। তারা তাদের ভাল কাজের উপর আস্থা রাখে যা তারা করেছে অথবা করতেছে। অথবা সম্ভবত: তারা প্রত্যাশা করে এক দিন তারা ভাল কাজ করবে যা তাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করবে। এবং প্রত্যেকেই কল্পনা করে যে সে ব্যর্থ হতে পারে না। সে হয়ত শোনতে পারে যে শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক নাজাত পায় এবং যারা মারা গেছে তাদের অধিকাংশ-ই ইতোমধ্যে দোযখে আছে কিন্তু তারপরও সে মনে করে সে সফল হবে যেখানে অন্যেরা ব্যর্থ হয়েছে। সে নিশ্চিত তাকে সেই যন্ত্রনার জায়গায় পাঠানো হবে না তা নিশ্চিত করার জন্য সে মন স্থির করে।

কিন্তু এই রকম লোকেরা বোকা এবং নিজেদের ঠকাচ্ছে। যখন তারা নিজেদের কাজ ও পরিকল্পনার উপর আস্থা রাখে তখন তারা ছায়ার উপর ভরসা করে। এটা সত্য যে যারা মারা গেছে তাদের অধিকাংশ-ই এই মুহূর্তে দোযখে আছে; কিন্তু এটা এই জন্য নয় যে বর্তমানে যারা জীবিত আছে তাদের চেয়ে তারা বেশি বোকা ছিল। এটা এই জন্য নয় যে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিল না অথবা দোযখকে এড়ানোর জন্য তারা পরিকল্পনা করেনি। আমরা যদি একজন একজন করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম তারা কত জন দোযখে যাওয়ার প্রত্যাশা করেছিল যখন তারা এই বিষয়ে শুনেছিল তারা অবশ্যই বলত, 'না আমি খুব বেশি সতর্ক হওযার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলাম, আমি এই রকম সতর্কতা পূর্ণ পরিকল্পনা করেছিলাম; আমি মনে করেছিলাম আমি যথেষ্ট ভাল মানুষ যে দোযখ এড়াতে পারবে। কিন্তু মৃত্যু এমন হঠাৎ করে আসল যে আমি এর প্রত্যাশা করিনি, এটা একটি চোরের মত এসেছিল। আমার প্রতি খোদার রাগ খুব দ্রুত বর্ষিত হয়েছে। আমি ছিলাম একজন বোকা মানুষ। এমনকি দোযখকে এড়ানোর জন্য যখন আমি কিছু কাজ করার বিষয়ে স্বপ্ন দেখতে ছিলাম তখন হঠাৎ মৃত্যু আমাকে তার নিজের করে নিল'।

১০.খোদা কোন অঈমানদার ব্যক্তিকে আর এক মুহূর্ত দোযখের বাইরে রাখতে বাধ্য নন।

তিনি কোথাও এমন কোন প্রতিজ্ঞা করেননি যার কারণে তিনি তা করতে বাধ্য। মসীহের উপর ঈমান ব্যতীত তিনি কাউকে অনন্ত জীবনের অথবা অনন্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেননি।

একটি অনুগ্রহের চুক্তি আছে; যেখানে মাবুদ অনেক মহা ও অনুগ্রহপূর্ণ ওয়াদা করেছেন। কিন্তু সেই ওয়াদাগুলো কেবল মাত্র তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা এই চুক্তির অধীনে আছে; তা হল যারা এই ওয়াদাগুলোর উপর ঈমান রাখে এবং প্রভু ঈসা মসীহকে বিশ্বাস করে।

যারা ঈমান আনে না এবং বিশ্বাস করে না এই ওয়াদাগুলোতে তাদের আদৌ কোন অংশ নেই। যতক্ষন পর্যন্ত একজন লোক মসীহতে বিশ্বাস না করে, মাবুদ ঐ ব্যক্তিকে আর এক মুহূর্ত অনন্ত দোযখের বাইরে রাখতে বাধ্য নন। এই পর্যন্ত আমি যা বলেছি তার মুল কথা হল এই সমস্ত অঈমানদার মানুষকে মাবুদ তাঁর হাতে দোযখের অতল গর্তের উপর ধরে রেখেছেন। প্রকৃতিগত ভাবে সমস্ত মানুষ সেই দোযখে যাওয়ার যোগ্য।

পাপীদের উপর মাবুদ রাগান্বিত এবং যতক্ষন পর্যন্ত তারা মসীহের উপর ঈমান না আনে তাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই। এই রকম কিছু নেই যাতে তারা ধরতে পারে; একটি মাত্র জিনিস তাদেরকে দোযখের বাইরে রাখে আর তা হল মাবুদের সময় এখনো আসেনি কিন্তু এটা আসছে এবং তাদের পা পিছলে যাবে।

খন্ড–২ : প্রয়োগ

এটা একটি ভয়াবহ বিষয়। এই জন্য অঈমানদারগণকে তাদের পাপ থেকে জাগ্রত করা কাজে আসতে পারে। নিশ্চিত থাকুন, আমি যা বর্ণনা করেছি তা প্রতিটি মানুষের জন্য সত্য, যে প্রকৃত ঈমানদার নয়। আপনার নীচে বিস্তৃত আছে একটি শোচনীয় অনন্তকাল, জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদ।

খোদার রাগের আগুন ইতোমধ্যেই জ্বলে উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে গেছে, আপনাকে গ্রহণ করার জন্য দোযখের মুখ হা করে আছে এবং এমন কিছু নেই যার উপর আপনি দাঁড়াতে পারেন, এমন কিছু নেই যাতে আপনি ধরতে পারেন। বাতাস ছাড়া আপনার ও দোযখের মাঝখানে আর কিছু–ই নেই একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা আপনাকে ধরে রাখছে। আপনি হয়ত এই বিষয়ে অবগত নন। আপনি জানেন (অবশ্যই) যে আপনি দোযখের মধ্যে নন, কিন্তু আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না যে তার কারণ হল খোদা। তার পরিবর্তে আপনি অন্যান্য কারণ সমূহকে দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হল আপনার নিজের ভাল স্বাস্থ্য যে সাবধানতা আপনি অবলম্বন করেন এমন অনেক কিছু। কিন্তু অবশেষে এগুলোর কোন–ই মূল্য নেই; যদি মাবুদ তার হাত সরিয়ে নেন তবে বাতাস যেমন কোন ব্যক্তিকে উপরে ধরে রাখতে পারে না তেমনি এগুলোও আপনার পতন ঠেকাতে পারবে না। আপনার নিজের পাপই আপনাকে সীসার মত ভারী করে তুলেছে। যদি খোদা আপনাকে যেতে দেন, তবে পাপের ওজন আপনাকে দোযখে নামিয়ে দিবে। আপনার সুস্বাস্থ্য, আপনার নিজের সাবধানতা এবং এমন কি আপনার সর্বোত্তম ধার্মিকতা আপনাকে উপরে ধরে রাখতে পারবে না যেমন মাকরসার জাল পাথরকে উপরে ধরে রাখতে পারে না। যদি এটা মাবুদের স্বাধীন সন্তুষ্টি না হত, তবে এই দুনিয়া আপনাকে এক মুহূর্তও ধরে রাখত না। এমনকি সৃষ্টি জগৎ আপনার পাপের প্রতি প্রতিবাদ জানায় এবং এর সাথে আর্তনাদ করে ।

যদি সূর্য পারত তবে আপনার উপর আলো দান থেকে বিরত থাকত, যেহেতু আপনি পাপ ও শয়তানের সেবা করেন। যদি দুনিয়া পারত তবে এটা আপনাকে খাদ্য ও পানীয় দান বন্ধ করে দিত; কারণ এই সমস্ত ভাল দানগুলো আপনি ব্যবহার করছেন আপনার কামনাকে তৃপ্ত করার জন্য। যে বাতাস দিয়ে আপনি দম নিচ্ছেন তা আপনা কর্তৃক ব্যবহৃত হতে অনীহা প্রকাশ করত; কারণ এটা আপনাকে জীবিত রাখছে খোদার শত্রুদের সেবা করার জন্য, খোদা যা কিছু তৈরী করেছেন সব কিছুই উত্তম এবং তা দিয়ে খোদার সেবা করতে মানুষের জন্য তৈরী করা হয়েছিল। অন্য কোন উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহৃত হতে আগ্রহী নয়। দুনিয়া নিজেও আপনাকে বমি করে বের করে দিত, যদি খোদা এটাকে বাধা না দিতেন।

এই মুহূর্তে ঝড়ো বৃষ্টি আপনার মাথার উপর আছে; যে মেঘ বৃষ্টি বহন করে না; কিন্তু খোদার রাগ আপনার উপর পতিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত; একমাত্র মাবুদ এই পতনকে ঠেকিয়ে রাখছেন। মাবুদের রাগের ঘূর্নিঝড় শুরু হওয়ার জন্য প্রস্তুত; তথাপি কয়েক মুহূর্তের জন্য মাবুদ এটাকে পিছু টেনে ধরে রাখছেন। যদি তিনি পিছু টেনে ধরে না রাখতেন তবে ঘূর্নি–বাতাস যেমন সহজে গ্রীস্মকালে শস্য মাড়াই এর উঠানে তুষকে ধ্বংস করে ফেলে তেমনি ভাবে আপনি ধ্বংস হয়ে যেতেন।

মাবুদের রাগ হল একটি বিশাল হ্রদের মত যাকে একটি শক্তিশালী বাঁধের মাধ্যমে আটকে রাখা হয়েছে, সেই বাঁধের পিছনের পানির উচ্চতা ও গভীরতা বাড়তে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত না গেইট খুলে দেওয়া হয়। যত বেশি সময় ধরে এই পানি প্রবাহকে বেধে রাখা হয় তত বেশি দ্রুত ও শক্তিশালী ভাবে এটা প্রবাহিত হবে যখন গেইট খুলে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, এটা সত্য যে এই পর্যন্ত মাবুদ আপনার পাপের বিচার করেন নি। কিন্তু আপনার অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে,

এবং প্রতিদিন আপনার প্রতি খোদায়ী রাগের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শক্তিশালী হচ্ছে । একমাত্র মাবুদ এটাকে আটকে রাখছেন যদি এক মুহূর্তের জন্য খোদা তাঁর হাত সরিয়ে নেন তবে গেইট খুলে যাবে এবং খোদার রাগের বন্যা সর্বশক্তি নিয়ে আপনার উপর বর্ষিত হবে। এমনকি আপনি যদি দশ হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী হন অথবা দোযখের শয়তানের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী হন, তথাপি আপনি সেই বন্যার সামনে দাঁড়াতে পারবেন না।

খোদার রাগ একটি ধনুকের মত যা ইতোমধ্যেই বাঁকা করা হয়েছে এবং যার দড়িতে একটি তীর লাগানো। ন্যায় বিচার ধনুকটি বাঁকা করেছে এবং তীরটি আপনার হার্টের দিকে তাক করেছে এবং একমাত্র খোদা সেই তীরটিকে উড়ে আসা থেকে বিরত রাখছেন। তথাপি মাবুদ রাগান্বিত! মাবুদ প্রতিজ্ঞা করেননি যে তিনি সব সময়ই সেই তীরটি পিছু টেনে ধরে রাখবেন এবং যে কোন মুহূর্তে এটা উড়ে আসতে পারে। আপনাদের যাদের আত্মায় মাবুদের পবিত্র রুহের ক্ষমতার মাধ্যমে কখনো ঈমান আসেনি, আপনদের যাদের কখনো নতুন জন্ম হয়নি এবং নতুন সৃষ্টিতে পরিণত করা হয়নি; আপনাদের যাদের পাপের মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়নি – তারা রাগান্বিত খোদার হাতে আছেন। যত বারই আপনি আপনার জীবন পুণঃগঠন করেন না কেন; আপনি যত ধার্মিকই হয়ে থাকেন না কেন; তা যথেষ্ট নয়। এই মুহূর্তে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি আপনাকে অনন্তকাল স্থায়ী ধ্বংস থেকে রক্ষা করছে। এই মুহূর্তে আপনি হয় এটা বিশ্বাস করবেন না কিন্তু ধীরে ধীরে আপনি বিশ্বাস করবেন যে আমি যা বলেছি তা সত্য। আপনি সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করবেন। আপনাদের কারো কারো বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশি ইতোমধ্যেই মারা গেছেন; তারা একদিন আপনাদের মতই ছিল এবং একদিন হঠাৎ করে মৃত্যু তাদের উপর আসল তারা এর প্রত্যাশা করে নি; তারা "শান্তি ও নিরাপত্তার কথা" বলতে ছিল কিন্তু এখন তারা জানে যে তারা হালকা বাতাস ও শূন্য ছায়ার উপর ভরসা করেছিল তাদেরকে রক্ষা করার জন্য। যে খোদা এই মুহূর্তে আপনাকে দোযখের অতল গর্তের উপর ধরে রাখছেন (যেমন আমরা একটি মাকড়সাকে আগুনের উপর ধরে রাখতে পারি) আপনাকে ঘৃনা করেন-১ এবং আপনার পাপের জন্য ভীষন রাগান্বিত। আগুনের মত তাঁর রাগ জ্বলছে। শুধুমাত্র দোযখে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোন কিছুর যোগ্য বলে তিনি আপনাকে দেখতে পান না। তিনি এত পবিত্র যে তাঁর দৃষ্টিতে তিনি আপনাকে সহ্যও করতে পারছেন না। আপনি তাঁকে এত বেশি অসন্তুষ্ট করেছেন যে ইতিপূর্বে কোন বিদ্রোহী গোলাম তার মালিককে তা করেনি – তথাপি তাঁর হাতই আপনাকে রক্ষা করে চলছে। শুধুমাত্র তাঁর কারণেই আপনি গত রাতে দোযখে পতিত হননি। শুধুমাত্র তাঁর কারণেই আপনি আজ সকালে জেগে উঠেছেন এবং এখন পর্যন্ত আপনাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়নি। এমনকি আজ সকালে এই জামাতে বসে থাকা অবস্থায় আপনার পাপপূর্ণ মনোভাবে দ্বারা তাঁকে আরও রাগান্বিত করেছেন এরপরও তাঁর হাত শুধুমাত্র তাঁর হাত-ই আপনাকে দোযখে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

এই মুহূর্তে এমনকি এখন তাঁর হাত-ই আপনাকে ধরে রাখছে। হে পাপীগণ! চিন্তা করুন আপনারা কেমন ভয়াবহ বিপদের মধ্যে আছেন, স্মরন রাখবেন দোযখ হল রাগের জলন্ত কুন্ড এটা প্রশস্ত ও তলাবিহীন গর্ত। স্মরন রাখবেন যে একমাত্র খোদার হাত আপনাকে এই গর্তের উপর ধরে আছেন, যিনি রাগান্বিত। স্মরন রাখবেন এই মুহূর্তে যারা দোযখে আছে তাদের অনেকের মত খোদা আপনার উপর রাগান্বিত। কল্পনা করুন আপনাকে একটি চিকন সুতা দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং দোযখের আগুনের শিখা ইতিমধ্যেই ঐ সুতাটিকে স্পর্শ করছে এবং যে কোন মুহূর্তে এটা সম্পূর্ণ ভাবে পুড়ে যাবে এবং আপনি পতিত হবেন।

তথাপি আপনার কোন নাজাত দাতা নেই; এমন কিছু নেই যাতে আপনি ধরতে পারেন, আপনি নির্ভর করতে পারেন, আপনি কখনো এমন কিছু করেননি অথবা করতে পারবেন না যা আপনাকে রক্ষা করতে পারে, অথবা আপনাকে আর এক মুহূর্ত রক্ষা করার জন্য মাবুদকে উৎসাহিত করতে পারে।

এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি চাই আপনি বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয় গুলো নিয়ে চিন্তা করুন।

প্রথমত: শুধুমাত্র চিন্তা করুন আপনার উপর যিনি রাগান্বিত তিনি কে। আমরা অনন্ত খোদার রাগের বিষয়ে কথা বলছি। যদি তা কেবল মাত্র কোন মানুষের রাগ হত, এমনকি দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষের তবে এটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না।

মানুষ হয়ত রাজার রাগকে খুব ভয় করতে পারে বিশেষ করে যারা পূর্ণাঙ্গ সম্রাট এবং প্রজাদের জীবন তাদের হাতে। এই জন্য পাক কিতাব বলে,"বাদশাহর রাগ সিংহের গর্জনের মত: তাঁকে যে রাগায় সে নিজের প্রাণকে বিপদে ফেলে"। (মেসাল.২০:২) আদি যুগের কিছু রাজা ভয়ংকর কিছু জিনিস উদ্ভাবন করেছিল যে সমস্ত প্রজা তাদেরকে রাগায় তাদেরকে অত্যাচার করার জন্য। তথাপি এই পর্যন্ত সমস্ত রাজাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল যত ক্ষমতাবান এবং বড়-ই সে হোক না কেন, দুনিয়া ও বেহেস্তের মহান ও সর্বশক্তিমান রাজা ও স্রষ্টার তুলনায় সে অতি দুর্বল। মাবুদের তুলনায় দুনিয়ার রাজারা ঘাস ফরিং এর ন্যায় এবং খুব অল্পই আঘাত করতে পারে।

তাদের মহব্বত এবং ঘৃনা খুবই নগন্য; এগুলো কোন বিষয় নয়। রাজাদের রাজার রাগ তাদের চেয়ে অনেক বিশাল যেমন তার মর্যাদা তাদের চেয়ে বেশি। প্রভু মসীহের কথাগুলো স্মরন করুন, "বন্ধুরা আমার, আমি তোমাদের বলছি যারা শরীর ধ্বংস করার পরে আর কিছুই করতে পারে না তাদের ভয় করো না। কাকে ভয় করবে আমি তোমাদের তা বলে দিচ্ছি। তোমাদের হত্যা করবার পরে জাহান্নামে ফেলে দেবার ক্ষমতা যাঁর আছে তাঁকেই ভয় করো। জ্বী, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকেই ভয় করো"। (লুক ১২:৪,৫)

দ্বিতীয়ত : স্মরন রাখবেন যে আপনাকে যা ভয় দেখায় তা হল তাঁর রাগের ভয়ংকরতা। পাক কিতাব প্রায়ই মাবুদের রাগের বিষয়ে বলে উদাহরনস্বরূপ ইশাইয়া.৫৯:১৮, " লোকেরা যা করেছে তা-ই তিনি তাদের ফিরিয়ে দেবেন; তাঁর বিপক্ষদের উপর রাগ ঢেলে দেবেন আর শত্রুদের কুকাজের শাস্তি দেবেন "। ইশাইয়া.৬৬:১৫ এমন আর একটি উদাহরণ, "দেখ মাবুদ আগুনের মধ্যে আসবেন আর তাঁর রথগুলো ঘূর্নি বাতাসের মত আসবে। তাঁর রাগ তিনি ভয়ংকর ভাবে প্রকাশ করবেন, আর তাঁর বকুনি আগুনের শিখায় প্রকাশিত হবে"। আরও অনেক জায়গায় এই রকম লেখা আছে এবং এগুলো চুড়ান্ত সীমায় পোঁছে। প্রকা.১৯:১৫ যেখানে আমরা পড়ি, "এই আংগুর মাড়াই করবার গর্ত হল সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয়ংকর গজব"। এইগুলো ভয়ংকর ভয়কে জাগ্রতকারী কালাম ! যদি এখানে শুধু বলা হত 'খোদার গজব' তবে ভয়কে জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট হত কিন্তু এটা হল খোদার ভয়ংকর গজব। খোদার গজব ! এটা কত ভয়ংকর এটাকে ব্যাখ্যা করার মত ভাষা কারো জানা আছে ? কিন্তু এখানে আরও বাকী আছে।

কারণ এটা হল 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয়ংকর গজব' এর অর্থ হল খোদার গজবের এই প্রদর্শনী তাঁর সর্বময় ক্ষমতার অনেকটা প্রকাশ করবে। বলা যেতে পারে যে সর্বশক্তিমান নিজেই রাগান্বিত এবং এইজন্য খোদার সর্বশক্তিকে আহ্বান করা হয়েছে। যেমন মানুষ উত্তেজিত হলে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে। হায়, তাহলে এর পরিনাম কি হবে! ঐসমস্ত অসহায় সৃষ্টির অবস্থা কি হবে যাদেরকে অবশ্যই তা ভোগ করতে হবে। কে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে। আপনাদের মধ্যে যারা এই কথা শুনছেন কিন্তু এখনও ঈমান আনেন নি বিষয়টি নিয়ে ভালভাবে চিন্তা করুন। যদি

মাবুদ তাঁর গজবের ভয়ংকরতা দ্বারা শাস্তি দিয়ে থাকেন, স্পষ্টভাবে এর অর্থ হল সেখানে কোন প্রকার করুণা থাকবে না।

সেখানে কোন মুক্তি নেই। এমন কি যখন মাবুদ দেখবেন আপনি কত কষ্ট ভোগ করছেন এবং আপনি কত দুর্বল এবং আপনি যেন অনন্ত দুঃখের মধ্যে পতিত হয়েছেন, তথাপি তিনি তা বন্ধ করবেন না। করুণা এতে হস্তক্ষেপ করবে না; শাস্তি প্রশমিত হবে না, তাঁর রাগের ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় আদৌ দিক পরিবর্তন করবে না। আপনার শাস্তির একমাত্র সীমা হবে এই যে কঠিন ন্যায় বিচার যা দাবী করে তার বাইরে আপনাকে আদৌ শাস্তি দেওয়া হবে না। তাঁর রাগ সহ্য করা আপনার পক্ষে খুব কঠিন শুধুমাত্র এই কারণে তিনি নিজেকে সংযত করবেন না। "কাজেই আমি রাগে জ্বলে উঠে তাদের সংগে ব্যবহার করব, আমি তাদের মমতার চোখে দেখব না বা তাদের রেহাই দেব না। তারা আমার কানের কাছে চিৎকার করলেও আমি তাদের কথা শুনব না"। (হেজকিল.৮:১৮) মাবুদ নিষ্ঠুর নন; তিনি একজন করুণাময় খোদা। এই মুর্হুতে আপনাকে করুণা করার জন্য তিনি প্রস্তুত। আজ হল করুণার দিন; আপনি যদি এখন করুণার জন্য চিৎকার করতে চান, তবে উৎসাহীত হোন। তিনি তা শুনবেন। কিন্তু একবার যখন করুণার দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন সবচেয়ে দুঃখপূর্ণ চিৎকার ও আর্তনাদ অর্থহীন হয়ে পড়বে। আপনি হারিয়ে যাবেন আপনাকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া তখন খোদার পক্ষে আপনার জন্য কিছুই করার থাকবে না। শুধুমাত্র এই কারণেই আপনার অস্তিত্ব বজায় থাকবে: ক্রোধের পাত্র হিসাবে যাকে ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। কিতাব বলে মাবুদ তাদের যন্ত্রনায় করুণায়পূর্ণ না হয়ে বরং তাদেরকে নিয়ে তামাসা করবেন এবং হাসবেন। (মেসাল.১:২৫,২৬) কিতাবের এই ভয়ানক কথাগুলো নিয়ে একটু ভাবুন, " আমি একাই আংগুর মাড়াই করেছি; জাতিদের মধ্যে কেউ আমার সঙ্গে ছিল না। আমি রাগ হয়ে তাদের পায়ে দলেছি এবং ক্রোধে তাদের পায়ে মাড়িয়েছি তাদের রক্তের ছিটা আমার পোশাকে লেগেছে আর সমস্ত কাপড়ে দাগ লেগেছে"। (ইশাইয়া.৬৩:৩) আর কোন বর্ণনাই এই তিনটি জিনিসকে অধিক স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে পারবে না: ঘৃনা, বিদ্বেষ এবং ভয়ংকর রাগ। আপনি যদি তখন খোদার কাছে করুণার জন্য মোনাজাত করেন তিনি করুণা করবেন না তার পরিবর্তে তিনি আপনাকে পায়ের নীচে মাড়াবেন। তিনি জানেন যে আপনি তা বহন করতে সক্ষম নন, কিন্তু এতে তিনি বিরত হবেন না; তিনি করুণাহীন ভাবে আপনাকে তাঁর পায়ের নীচে চূর্ণ করবেন এবং আপনার রক্ত তাঁর পোশাকে ছিটকে পড়বে।

তৃতীয়ত: মাবুদের রাগ কেমন তা প্রদর্শন করার জন্যেই দোযখের শাস্তিকে ঐভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটা যেমন খোদার উদ্দেশ্যে তাঁর মহব্বত কত মহত তা সমস্ত সৃষ্টিকে প্রদর্শন করা, তেমনিভাবে এটাও তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁর রাগ কত ভয়ংকর তা প্রদর্শন করা। মাঝে মাঝে দুনিয়ার রাজাগণ তা করতে চায়; তাদের শত্রুদের উপর ভয়ংকর শাস্তি আরোপ করে তারা প্রদর্শন করে তাদের রাগ কত মারাত্মক । রাজা বখতে নাসার এর একটি দৃষ্টান্ত তিনি ছিলেন ক্যালডীয় সম্রাজ্যের অহংকারী সম্রাট এবং তার রাগ কত ভয়ংকর তা তিনি শদ্রক, মৈশক ও অবেদ-নগোরকে প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন।

তাই সে আদেশ দিল অগ্নিকুন্ডকে যেন স্বাভাবিকের চেয়ে সাত গুণ বেশি উত্তপ্ত করা হয় - তা হল সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা যা মানবীয় কৌশল তৈরী করতে পারে। মাবুদ ও তাঁর শত্রুদের শাস্তির মধ্য দিয়ে তাঁর রাগের ভয়াবহতা প্রদর্শন করতে চান, " ঠিক সেই ভাবে আল্লাহ তাঁর গজব ও কুদরত দেখাতে চেয়েছিলেন ; তবু যে লোকদের উপরে তাঁর গজব নাজেল করবেন, খুব ধৈর্য্যের সংগে তিনি তাদের সহ্য করলেন"। (রোমীয়.৯:২২) আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারি যে তিনি তা ভালভাবেই করবেন। কারণ এটা তাঁর উদ্দেশ্য। সর্বশেষে যখন বিশ্বব্রমান্ডকে তাঁর

রাগ প্রদর্শন করা হবে তখন সমগ্র বিশ্বব্রমান্ড দেখতে পারবে তাঁর রাগ কত ভয়াবহ। "তোমাদের নিঃশ্বাস আগুনের মত করে তোমাদের পুড়িয়ে ফেলবে। লোকেরা হবে পুড়িয়ে ফেলা চুনা পাথরের মত এবং কেটে ফেলে আগুনে দেওয়া কাঁটা ঝোপের মত। তোমরা যারা দুরে আছ, আমি যা করেছি তা শোন; তোমরা যারা কাছে আছ আমার শক্তিকে স্বীকার করে নাও। সিয়োনের গুনাহগার বান্দারা ভীষন ভয় পেয়েছ: আল্লাহর প্রতি ভয়হীন লোকদের কাঁপুনি ধরেছে"। (ইশাইয়া .৩৩:১২-১৪)

আপনার প্রতি এমনটি ঘটবে যদি আপনি অঈমানদার-ই রয়ে যান। আপনার শাস্তি ভোগের মধ্য দিয়ে মাবুদের অসীম ক্ষমতা বিশ্বব্রমান্ডের কাছে প্রদর্শিত হবে। পবিত্র ফেরেশতা ও স্বয়ং মেষশাবকের সামনে আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং আপনি যখন এমন ভাবে কষ্ট ভোগ করতে থাকবেন তখন যারা বেহেশতে আছে তারা দেখতে পাবে। তখন তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর রাগ ও ভয়ংকরতা কেমন তা জানতে পারবে। তখন তারা তাঁর মহা ক্ষমতা ও মর্যাদার জন্য তাঁর ইবাদত করবে। "প্রত্যেক অমাবস্যায় ও প্রত্যেক বিশ্রামবারে সমস্ত লোক আমার সামনে এসে আমার এবাদত করবে। তারা বের হয়ে সেই সব লোকদের লাশ দেখবে যারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ছিল। যেসব পোকা তাদের লাশ খায় সেগুলো মরবে না ও যে আগুন তাদের পোড়ায় তা নিভাবে না আর তারা সমস্ত মানুষের ঘৃনার পাত্র হবে"। (ইশাইয়া.৬৬:২৩-২৪)

চতুর্থত: স্মরন রাখবেন যে এই রাগ চিরস্থায়ী। এক মুর্হুতের জন্য সর্বশক্তিমান মাবুদের রাগের ভয়ংকরতার অভিজ্ঞতা অসহনীয়; কিন্তু আপনাকে অবশ্যই অনন্তকালের জন্য তা ভোগ করতে হবে যদি আপনি অঈমানদার হয়ে থাকেন। এই ভয়ংকর শাস্তির কোন শেষ নেই। যখন আপনি সামনের দিকে তাকাবেন তখন দেখতে পাবেন দীর্ঘ অনন্তকাল। এটা এত দীর্ঘ যে আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না; এটা আপনার অন্ত:সত্ত্বাকে বিস্মিত করবে এবং আপনাকে হতাশায় পূর্ণ করবে। আপনি নিশ্চিত ভাবে জানবেন যে দীর্ঘ অনন্ত কাল আপনার সামনে রয়েছে; কোটি কোটি বছর এবং ঐ সমস্ত বছর গুলোতে আপনাকে অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিশোধ ভোগ করতে হবে। আপনি কোটি কোটি বছর ধরে সেই প্রতিশোধ ভোগ করার পর আপনি জানবেন যে আপনি অনন্তকালের অতিক্ষুদ্র অংশ অতিক্রম করেছেন। সত্যিই আপনার শাস্তি হবে অনন্ত। কে বলতে পারে ঐ অবস্থায় একটি আত্মা কেমন অনুভব করবে। আমরা যা কিছু বলতে পারি তার সমস্ত কিছু ঐ বিষয়ে খুব অল্প ধারণাই প্রদান করে; এই সত্য অবর্ণনীয়। এটা অবোধগম্য। খোদার রাগের ক্ষমতা সম্পর্কে কে জানে? এই রকম মহা ক্রোধ ও অনন্ত দুঃখের বিপদে দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা বাস করা কত ভয়ংকর বিষয় কিন্তু এটা এই জামাতের অঈমানদারগণের জন্য একটি দুঃখজনক সত্য। আপনি যত নৈতিক, ধার্মিক, কঠিন হোন না; আপনি যদি নতুন জন্ম লাভ না করে থাকেন, তবে আপনি এখনো হারানো অবস্থায় আছেন। হায়, আপনাকে এই বিষয়ে ভাবতে হবে আপনি বৃদ্ধ বা যুবক যা-ই হোন না কেন। এখানো বিশ্বাস করার মত যুক্তি আছে যে এখন এই জামাতে যারা আছেন যারা এ ধর্মোপদেশ শ্রবণ করছেন তাদের অনেকে অনন্তকালের জন্য এই শোচনীয় অবস্থা ভোগ করবেন। আমরা জানি না তারা কারা অথবা কোথায় বসে আছেন, অথবা তারা কি চিন্তা করছেন। হয়ত এই মুর্হুতে তারা খুব আরাম অনুভব করছেন, তারা এই সমস্ত কিছুই শুনছেন কিন্তু এতে তারা চিন্তিত হন না। এমনকি এখনও তারা নিশ্চিত যে আমি অন্য কারো সম্পর্কে কথা বলছি। আমরা যদি জানতাম যে এই জামায়াতের মধ্য থেকে একজন, কেবলমাত্র একজনকে অনন্তকালের জন্য দোযখ যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে, এটা চিন্তা করা কত ভয়ানক ব্যাপার। আমরা যদি জানতাম সে কে তাদেরকে দেখা কত ভয়ংকর

বিষয়! অবশ্যই আমরা সবাই তার জন্য ভীষন কান্না-কাটি করতাম ! কিন্তু শুধুমাত্র একজন নয়। অনেকে আছে আমি নিশ্চিত তারা দোযখেও এই ধর্মোপদেশের কথা স্মরন করবে।

আসুন আমরা নিশ্চিত হই, কিছু লোক অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমনকি এই বছর শেষ হবার আগেই দোযখে থাকবে। প্রকৃত পক্ষে, এখন যারা খুব ভাল অনুভব করছে সম্পূর্ণ নিশ্চিত তাদের কেউ কেউ আগামী কালের সকালের আগেই দোযখে থাকবে। এমনকি যারা অনেক দিন যাবৎ দোযখের বাইরে আছে প্রকৃতপক্ষে খুব শীঘ্রই সেখানে পোঁছাবে; যদি আপনি ঈমান না আনেন। আপনার ধ্বংস ঘুমিয়ে পড়েনি; এটা খুব দ্রুত আসবে এবং হয়ত হঠাৎ করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে আপনি এখনো দোযখে পোঁছাননি। আপনি যাদের চিনতেন যারা আপনার চেয়ে বেশি খারাপ ছিল না তারা ইতোমধ্যেই দোযখের যন্ত্রনা ভোগ করছে। তথাপি আপনি জীবিত আছেন; এবং মাবুদের ঘরেই আছেন। আপনার জন্য নাজাতের একটি সুযোগ আছে। দোযখে শাস্তি প্রাপ্ত অসহায় আত্মাগুলো আপনার সামনে যে সুযোগ আছে তা কিভাবে নিত এখন আপনার সামনে কত বড় সুযোগ আছে - একটি অসাধারণ সুযোগ। প্রভু ঈসা মসীহ করুণার দরজা প্রশস্ত ভাবে খুলে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট ভাবে উচু কণ্ঠে পাপীদের ডাকছেন এবং অনেকে তাঁর কাছে আসছে।

অনেকেই খোদার রাজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রতিদিনই পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিন থেকে মানুষ আসছে। যারা অতি সম্প্রতি আপনাদের মত-ই হারানো অবস্থায় ছিল তারা এখন অবর্ণনীয় আনন্দ উপভোগ করছে। মসীহের প্রতি মহব্বতে তাদের অন্তর পূর্ণ যিনি তাদের মহব্বত করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর নিজ রক্ত দিয়ে ধুয়ে তাদের পাপ থেকে পরিস্কার করেছেন। তারা খোদার গৌরবের আশায় আনন্দ করছেন। এমন একটি দিনে পিছনে পরিত্যাক্ত হওয়া কত ভয়ংকর বিষয়। দেখতে পাওয়া যে কত মানুষ মহা ভোজ সভায় আনন্দ করছে আর আপনি তখন অনাহারে আছেন। দেখতে পাওয়া যে অন্যেরা যখন আনন্দে গান গাইছে তখন আপনার অন্তর দুঃখে পূর্ণ। এই রকম অবস্থায় আপনি কিভাবে আর এক মুর্হুত থাকতে পারেন ?

আপনি কি জানেন না যে আপনার আত্মা ঐ সমস্ত মানুষের আত্মার মতই মূল্যবান যারা পাশের শহরে আছে, যেখানে প্রতি দিন প্রচুর লোক মসীহের কাছে জমায়েত হয়? এখানে অনেক লোক আছে যারা বহুদিন জীবন যাপন করেছে এবং এখনও নতুন জন্ম লাভ করে নি। মাবুদের প্রতিজ্ঞা গুলোর কাছে তারা অচেনা; জীবন ভর তারা কিছুই করেনি কিন্তু শুধু মাবুদের রাগ বৃদ্ধি করেছে যা তারা অবশ্যই ভোগ করবে। হায়! জনাব, আপনি কেমন বিপদের মধ্যে আছেন? আপনাদের অপরাধ বিশাল; আপনাদের অন্তর খুব কঠিন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আপনার বয়সের অধিকাংশ লোক এই মুর্হুতে খোদার করুণায় পার পেয়ে যাচ্ছে ? আপনাদের জেগে উঠা প্রয়োজন। খুব বেশি দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই জেগে উঠুন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয়ংকর গজব আপনি বহন করতে পারবেন না।

এখানে অন্যান্য পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ই আছে, যারা এখনো যুবক। আপনি কি এই মহা সুযোগ অবহেলা করবেন যা মাবুদ প্রদান করেছেন, এমনকি যদিও আপনাদের বয়সের অনেকেই এর সুবিধা গ্রহণ করছেন? এই মুর্হুতে আপনার জন্য একটি বিশেষ সুযোগ আছে। কিন্তু আপনি যদি এই সুযোগ হাত ছাড়া করেন শীঘ্রই তা আপনার জন্য অন্যান্যদের মত হবে যারা তাদের সমস্ত যৌবনকাল পাপের মধ্যে কাটিয়েছে। এখন তারা এত অন্ধ এবং তাদের অন্ত র এত বেশি কঠিন এবং এই সমস্ত ছেলে-মেয়েরা তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো ঈমান আননি ।

তোমরা কি বুঝতে পারছ না যে তোমরা দোযখের দিকে অগ্রসর হচ্ছ, মাবুদের ভয়ংকর রাগ বহন করার জন্য? তিনি এখন তোমাদের উপর রাগান্বিত প্রত্যেক দিন এবং রাতে । কেন শয়তানের সন্তান হয়েই তোমরা সন্তুষ্ট থাকবে,

যেখানে এই দেশে অন্যান্য অনেক ছেলে-মেয়ে ঈমান এনেছে ? তারা পবিত্র ও সুখী হয়েছে রাজাদের রাজার সন্তান হয়ে।

যারা এখনো সত্যিকারের ঈমানদার নয় তারা খোদার কালামের উচু আহ্বান শুনোন। আপনি দোযখের অতল গর্তের উপর ঝুলে আছেন, আপনি যুবক না বৃদ্ধ, পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে-ই হোন না কেন। কিন্তু আজ হল প্রভুর গ্রহণযোগ্য বছর; আপনি হয়ত নাজাত পেতে পারেন। যদি এমন দিনে আপনি আপনার অন্তর কঠিন করেন, আপনার অপরাধ আরও বৃদ্ধি পাবে।

মনে হচ্ছে সমস্ত দেশ থেকে মাবুদ খুব দ্রুত তাঁর মনোনীতদের জমায়েত করছেন। এত বেশি লোক ঈমান আনছে যে এতে প্রতিয়মান হয় যে অধিকাংশ বয়স্ক লোক যারা নাজাত পাবে, তারা এখন থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নাজাত পাবে। এটা এমন হবে যেমনটি হয়েছিল প্রেরিতদের সময়ে যখন পাক রূহ ইহুদীদের উপর নেমে এসে ছিল; মনোনীতরা তা গ্রহণ করবে এবং অন্যেরা অন্ধ হয়ে যাবে। যদি আজকে আপনি অন্ধ হয়ে থাকেন তবে সমস্ত অনন্ত কাল ধরে আপনি আজকের দিনটিকে অভিশাপ দিবেন। যে দিন আপনার জন্ম হয়েছিল আপনি ঐ দিনটিকে অভিশাপ দিবেন; আপনি কামনা করবেন আপনি যদি আগেই মরে যেতেন এবং এই মহা আত্মীক পুণরুত্থান শুরুর আগেই দোযখে যেতেন । এই সময়টা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার সময়ের মত, "কুঠার গাছের গোড়াতে লাগানো আছে। যে সমস্ত গাছে ভাল ফল ধরে না সেগুলো কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে"। যে প্রকৃত ঈমানদার নয় সে যেন জেগে উঠে এবং আসন্ন গজব থেকে পালিয়ে যায়, নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহর গজব এই জামায়াতের একটি বড় অংশের উপর ঝুলে আছে। এটা হল সাদোমের মত এবং খোদার কালাম বলছে," বাঁচতে চাও তো পালাও। পিছনে তাকিয়ো না এবং এই সমভূমির কোন জায়গায় থেমো না। পাহাড়ে পালিয়ে যাও ; তা না হলে তোমরাও মারা পড়বে।"

এডওয়ার্ড খুব পরিস্কার ভাবে এটা বলেছেন তথাপি আধুনিক শ্রুতাদের জন্য এটা খুব অদ্ভুত ধারণা যারা শুনে অভ্যস্ত যে," মাবুদ পাপকে ঘৃনা করেন কিন্তু পাপীদের ভালবাসেন"। তথাপি নিম্নলিখিত আয়াতগুলো বিবেচনা করুন লেবীয়.২০:২৩; জবুর.৫:৪-৬,১১,১৫।

একজন আধুনিক লেখক এই আয়াতগুলো সম্পর্কে বলেন, 'শেষ অংশটুকু খুব কমই গুরুত্ব পেয়ে থাকে। মাবুদ তাঁর সত্ত্বার প্রতিটি কণায় পাপকে ঘৃনা করেন'। তিনি আরও উল্লেখ করেন কিতাবের তেত্রিশটি অংশে খোদার রাগ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বারটি স্থানে তিনি বলেছেন যে তিনি পাপীদের কাজকে ঘৃনা করেন কিন্তু বাকী একুশটি স্থানে তিনি বলেছেন যে তিনি পাপীদেরকে ঘৃনা করেন। পাশের একটি শহর।

সমাপ্ত